দৈনিক ইনকিলাব ... 100
তারিখ 18 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

কুমারখালী

কুমারখালী সংবাদদাতা জানান, প্রাচীন জনপদ কুমারখালী, এ উপজেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য কুষ্টিয়া জেলা সদরের চেয়ে সমৃদ্ধ ও প্রাচীনতম। চৈতন্য দেবের সময় এর নাম ছিল তুলশীগ্রাম। নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ এ অঞ্চলের রাজস্ব আদায়ের জন্য কালেক্টর নিয়োগ করেন কমরকুলি খাঁকে। তার নাম থেকে আঞ্চলিক সদরের নাম হয় "কুমারখালী"। কুমারখালীর বিস্তীর্ণ এলাকা আজ গড়াইগর্ভে বিলীন। ১৮২৮ সালে কুমারখালী পাবনা জেলার মহকুমা ছিল বর্তমান ইহা একটি উপজেলা।

যোগাযোগ

যোগাযোগ ক্ষেত্রে কুমারখালী উপজেলা অনেক পিছিয়ে। একমাত্র যোগাযোগ রেলপথ। নদীপথে মালামাল যাতায়াত করে থাকে। কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী সড়ক নির্মিত হলে এ উপজেলার যোগাযোগ বেশ উন্নত হবে।

শিক্ষা

কুমারখালী উপজেলায় ২টি কলেজ, ১২টি উচ্চবিদ্যালয়, ২টি বালিকা বিদ্যালয়, ৫টি জুনিয়র স্কুল, ৮৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৪টি মাদ্রাসা ও ১টি কিণ্ডারগার্টেন আছে।

চিত্তবিনোদন

প্রাকৃতিক দৃশ্য ছাড়াও ১টি সিনেমা হল ও শহর রক্ষা বাঁধই এ উপজেলার চিত্র বিনোদনের প্রধান পন্থা।

পানি ব্যবস্থা

ঢাকা পৌরসভার পর স্থাপিত হলেও কুমারখালী পৌরসভা এলাকায় আজ পর্যন্ত পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, কুমারখালী পৌরসভা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রাচীনতম পৌরসভা। ১৮৫৬ সালে স্থাপিত হয় এ পৌরসভা।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

ভেড়ামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ ব্যবস্থা কুমারখালী উপজেলাবাসীদের বেশ কষ্ট দিয়ে থাকে। ২/৩ ঘন্টা লোড শেডিং নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার।

হাট-বাজার

কুমারখালী উপজেলার হাট-বাজারগুলো বেশ উন্নতমানের। ১০টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভা নিয়ে গঠিত।

এ উপজেলায় ১০৮টি গ্রাম, ১০টি ব্যাংক, ৫০টি মসজিদ, ১১টি মন্দির ও ২টি কালিবাড়ী রয়েছে।

কৃষি

এ উপজেলায় ধান, পাট, গম ও আখের চাষ হয় খুব বেশী। তা ছাড়াও ডালের চাষও করা হয়ে থাকে। তবে আখ ও পাট চাষের প্রতি চাষীদের ঝোঁক বেশী।

স্বাস্থ্য

চিকিৎসা ক্ষেত্রে ১টি হাসপাতাল, ১টি পশু হাসপাতাল, ২টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ও ৮টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত ওষুধের দারুণ সমস্যা। এক্স-রে মেশিন আছে, কিন্তু টেকনিক্যাল নেই, ড্রাইভার আছে গাড়ী নেই, বেড সংখ্যাও ৩৬টি মাত্র। ফলে রোগীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।